তানভীর আহমেদ সৃজন-এর একক গল্পগ্রন্থ

আট

আট | তানভীর আহমেদ সৃজন

© : লেখক

প্রকাশকাল : এপ্রিল ২০২০

প্রচ্ছদশিল্পী : লেখক

প্রকাশক : লেখক

শুভেচ্ছা মূল্য : ১০০ টাকা মাত্র

উৎসর্গ

সেই চিকিৎসকেরা,

করোনা ভাইরাসের দরুন সারা পৃথিবীতে চলমান সংকটের মুহূর্তেও

যারা নিজেদের প্রাণের ঝুকি নিয়ে

দিনের পর দিন, রাতের পর রাত হাসপাতালে থেকে রোগীদের

চিকিৎসা সেবা দিয়েই যাচ্ছেন।

সেই স্বেচ্ছাসেবীরা,

যারা রাত-দিন একাকার করে খেটে যাচ্ছেন

শুধুমাত্র দিন এনে দিন খাওয়া যে মানুষগুলো এই হোম লকডাউনে থেকে

দু'বেলা পেট পুরে খেতে পারছেন না,

তাদের মুখে দু'মুঠো খাবার তুলে দেয়ার জন্য।

এবং

সেই পুলিশ, র‍্যাব এবং সেনা সদস্যরা,

যারা নিজেরা বাড়িতে না গিয়ে মৃত্যুভয়কে উপেক্ষা করে চব্বিশ ঘণ্টা বাইরে থাকছেন

যেন আমরা মৃত্যুভয় থেকে দূরে নিরাপদে নিজেদের বাড়িতে থাকতে পারি।

আপনারাই আমাদের সত্যিকারের সুপারহিরো।

স্যালুট আপনাদের!

লেখকের কথাঃ

থ্রিলার, সায়েন্স ফিকশন, হররসহ বিভিন্ন জনরার আটটি গল্প নিয়ে আমার এই গল্পগ্রন্থ- "আট"। এই আটটি গল্পের মধ্যে চারটি গল্প অনেক আগের লেখা, আর চারটি এই লকডাউনের দিনগুলোতে লেখা। নতুন এই চারটি গল্পের মধ্যে সর্বশেষ যেই গল্পটি লিখেছি, সেটা হচ্ছে "স্রষ্টা"। "স্রষ্টা" গল্পটি লিখে শেষ করার পর হঠাৎ করেই একটা চিন্তা মাথায় এলো- এই গল্পগুলোকে একত্রিত করে ই-বুক আকারে প্রকাশ করলে কেমন হয়? ভেবে দেখলাম, খারাপ হয় না। আমার পাঠকরা যারা এই লকডাউনের দিনগুলোতে ঘরে বসে থেকে থেকে বিরক্ত হয়ে উঠেছেন, করার মত নতুন কিছুই খুঁজে পাচ্ছেন না, সবকিছু বন্ধ থাকার কারণে নতুন বইও কিনে পড়তে পারছেন না, তারা সময় কাটানোর জন্যে কিছু তো একটা পাবেন!

অতঃপর যেই ভাবা সেই কাজ! আমার লেখা বিভিন্ন জনরার আটটি ছোটগল্প সংবলিত গল্পগ্রন্থ "আট" এখন প্রস্তুত ই-বুক আকারে পাঠকদের হাতে হাতে পৌঁছে যাবার জন্য। পাঠকরা খুবই স্বল্পমূল্যে বইটি অনলাইন থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন।

আর হ্যাঁ, পাঠকরা যে টাকায় এই ই-বুকটি ক্রয় করবেন, তার পুরোটাই ব্যয় হবে লকডাউনে আটকে পড়া যে মানুষগুলো দু'বেলা দু'মুঠো খেতে পারছেন না, তাদের সাহায্যার্থে। অর্থাৎ এই বইটি শুধুমাত্র পাঠকদের সময় কাটানোর একটি মাধ্যমই নয়, বরং দেশের এই দুর্দিনে কতিপয় সাহায্যপ্রার্থীদের উদ্দেশ্যে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়ার একটি মাধ্যমও বটে।

-তানভীর আহমেদ সৃজন

এপ্রিল, ২০২০

লেখকের প্রকাশিত বইসমূহঃ

রু (বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী)

প্রজেক্ট পাই (বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী)

আট (একক গল্পগ্রন্থ)

লেখকের প্রকাশিতব্য বইসমূহঃ

একটা গল্প শুনবেন? (থ্রিলার)

এভাবেও ফিরে আসা যায় (থ্রিলার সায়েন্স ফিকশন)

সূচীপত্র

আশ্চর্য প্রদীপ.....০৮

আবার আসিব ফিরে.....১৮

পঞ্চম ব্যক্তি.....২৮

স্রষ্টা.....৪৯

অশরীরী.....৫৫

পাপ.....৬৪

যুদ্ধ আজও শেষ হয় নি....৭৭

ছমিরন বিবির বিচার.....৮৭

আশ্চর্য প্রদীপ

২৩ জুন, ২০১৮

রাত ৯:০০ টা

"চা চলবে ডক্টর ত্রিভূবন রায়?"

অবাক হয়ে সামনের চেয়ারে পায়ের ওপর পা তুলে বসা লোকটির দিকে তাকালেন ডক্টর ত্রিভূবন রায়। তার মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে, তাকে অপহরণ করে এনে হাত পা চেয়ারের সঙ্গে বেঁধে রেখে আবার জিজ্ঞেস করছে চা চলবে কিনা?!

"আমাকে তোমরা এখানে কিডন্যাপ করে এনেছো কি চা খাওয়ানোর জন্য?" ভ্রু কুচকে জিজ্ঞেস করলেন ডক্টর ত্রিভূবন।

"না, ঠিক তা নয়।" খানিকটা নড়েচড়ে বসতে বসতে লোকটি বলল, "আপনাকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে নিরিবিলি পরিবেশে আপনার সাথে একটা ডিল করার জন্যে। তাই ভাবলাম চা খেতে খেতেই ডিলটা সেরে ফেলা যাক!"

"ডিল?" অবাক হওয়ার ভান করে বললেন ডক্টর ত্রিভূবন, "কীসের ডিল?"

"আপনি নিউক্লিয়ার রিএ্যাক্টরের যেই ডিজাইনটা তৈরি করেছেন," লোকটি বলতে লাগলো, "সেটা আমাদের বসের চাই। বস একটা বিদেশী পার্টির কাছে অনেক বড় অংকের টাকা পেয়েছেন ডিজাইনটা তাদের কাছে হ্যান্ডওভার করার জন্য। আর আজকে যদি আপনি ডিজাইনটা আমাদের কাছে হ্যান্ডওভার করেন, তাহলে সেই টাকার থার্টি পারসেন্ট আপনার।"

লোকটির দিকে স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন ডক্টর ত্রিভূবন। তারপর অত্যন্ত শান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, "আর যদি হ্যান্ডওভার না করি?"

"তাহলে কী আর করা?" কোমরে গোঁজা রিভলভারটা বের করতে করতে শীতল গলায় বলল লোকটি, "আপনার আশা বাদ দিয়ে আমাদেরই খুঁজে বের করতে হবে ডিজাইনটা আপনি কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন!"

বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে লোকটির দিকে তাকিয়ে রইলেন ডক্টর ত্রিভূবন। তারপর ধীরে ধীরে তার মুখে একটা বিচিত্র হাসির রেখা ফুটে উঠলো। এক পর্যায়ে লোকটিকে অবাক করে দিয়ে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন তিনি।

"একজন মৃত্যু পথযাত্রীকে তুমি আর কী মারবে বদি?"

লোকটি চমকে উঠলো ডক্টর ত্রিভূবনের মুখে নিজের নাম শুনে। ডক্টর ত্রিভূবনের তো তার নাম জানার কথা না! তাহলে তিনি কীভাবে জানলেন?

"ভাবছো, আমি তোমার নাম কীভাবে জানলাম? আমি তো তোমার সাগরেদ জহিরের নামও জানি, যাকে সঙ্গে নিয়ে তুমি এক মাস ধরে আমাকে ফলো করছো।" মুচকি হেসে বললেন ত্রিভূবন রায়। বদি খেয়াল করল, ভদ্রলোকের গলার স্বর ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে আসছে। তার চোখও যেন বার বার বন্ধ হয়ে আসতে চাইছে, তিনি জোর করে তার চোখ জোড়া মেলে রেখেছেন।

"তোমাদের কী ধারণা, তোমরা আমাকে এখানে কিডন্যাপ করে নিয়ে এসেছো?" গলা যেন আরো বেশি জড়িয়ে যাচ্ছে ডক্টর ত্রিভূবনের। তিনি বললেন, "তোমাদের ধারণা ভুল। আমিই তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম, আমার ইনফর্মার মারফত তোমাদের আমাকে কিডন্যাপ করতে আসার খবর শোনার পর থেকে!"

বিস্ফারিত দৃষ্টিতে বদি তাকিয়ে রইলো ডক্টর ত্রিভূবন রায়ের দিকে। তিনি বলে যেতে লাগলেন, "আমি এখানে এসেছি মৃত্যুর আগে শুধু একটা কথা জানতে। কে তোমাদের বস? আর এত কনফিডেনশিয়াল একটা প্রজেক্টের কথা সে কী করে জানলো?"

কথা শেষ করে সারতে পারলেন না ডক্টর ত্রিভূবন রায়, হঠাৎ-ই যেন খিচুনি শুরু হল তার। বদি ছুটে এসে তার কলার চেপে ধরে হিস হিস করে বলল, "জলদি বলুন! ডিজাইনটা কোথায়?!"

"প্রদীপের দৈত্যের কাছে!" ম্লান হেসে বললেন ডক্টর ত্রিভূবন রায়। তার প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, তবুও তিনি বলতে লাগলেন, "কিন্তু দৈত্য তোমাদেরকে ওটা দেবে না। সে ওটা তার সেই প্রভুকেই দেবে, যে তার কাছে আগে পৌঁছাবে! আর তার প্রভুকে ঘায়েল করে যদি তোমরা ওটা হাতিয়েও নাও..."

ডক্টর ত্রিভূবন রায়ের কথা শেষ হবার আগেই তার গালে কষে একটা চড় মারল বদি। দাঁত মুখ খিচিয়ে সে বলল, "আমার সাথে রংবাজি করিস?! তোকে জানে মেরে ফেলব হারামজাদা!"

ডক্টর ত্রিভূবনের মুখের হাসিটা আরো চওড়া হল। দূর্বল গলায় তিনি বললেন, "আমাকে তোমরা কী মারবে? বরং তোমরা যাতে অত্যাচার করে আমার মুখ থেকে কথা আদায় করতে না পারো, তার ব্যবস্থা আমি করে রেখেছিলাম তোমাদের হাতে কিডন্যাপড হবার কিছুক্ষণ আগেই!"

কথাটা বলেই হাসতে শুরু করলেন ত্রিভূবন। তার মলিন হয়ে আসা দূর্বল চেহারায় সেই হাসিটা ভয়ঙ্কর দেখাতে লাগলো! হাসতে হাসতেই আবারও খিঁচুনি উঠলো তার। এক পর্যায়ে নিথর হয়ে এলো তার দেহ।

"ডক্টর ত্রিভূবন! ডক্টর ত্রিভূবন!" ডক্টর ত্রিভূবন রায়ের কলার ধরে ঝাকাতে লাগলো বদি। কিন্তু তার মুখ দিয়ে আর টু শব্দটিও বের হল না। বদি খেয়াল করল, ডক্টর ত্রিভূবনের ঠোঁট নীল হয়ে এসেছে। তার গলার কাছে লাল র‍্যাশও চোখে পড়ল বদির। তার বুঝতে বাকি রইলো না, তাদের হাতে অপহৃত হওয়ার কিছুক্ষণ আগেই ভয়ানক কোনো বিষ খেয়ে নিয়েছিলেন ডক্টর ত্রিভূবন রায়!

বিস্ফারিত চোখে ডক্টর ত্রিভূবন রায়ের দিকে তাকিয়ে রইলো বদি।

১৪ মার্চ, ২০১৯

রাত ১২:৩০ টা

মাজহার হতে পারত একজন শিল্পী, একজন সাহিত্যিক, একজন দার্শনিক, কিংবা একজন বিজ্ঞানী। কিন্তু সে সেসবের কিছুই হয় নি। আজ সে যা হয়েছে তা হওয়ার কথা সে আজ থেকে পাঁচ বছর আগেও কল্পনা করে নি। তবে পাঁচ বছর আগে সে স্বপ্ন দেখেছিলো, সে টাকার পাহাড় গড়বে! আর সেই স্বপ্নের পেছনে ছুটতে ছুটতেই আজ সে একজন তৃতীয় শ্রেণীর প্রতারক। প্রতারণা করে অন্যের টাকা আত্মসাৎ করার ক্ষেত্রে বিগত চার-পাঁচ বছরে সে একাই ঢাকা শহরের অনেক বড় বড় প্রতারক চক্রকে ছাড়িয়ে গেছে। তবে এই মুহূর্তের পরিস্থিতি একটু ভিন্ন। এই মুহূর্তে সে যত বড় প্রতারক, তার চাইতেও বড় অসহায়! পুলিশ তাকে খোঁজাখুঁজি করছে, আর সে পুলিশের ভয়ে এখান থেকে ওখানে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। পুলিশকে তার খবর জানিয়েছে তারই ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং সহযোগী মিজান।

মাজহার এখন পশ্চিম রামপুরার উলন রোডের একটা বাড়িতে লুকিয়ে আছে। বাড়িটা পরিত্যাক্ত। একে তো রাতের ঘুটঘুটে অন্ধকার, তার মাঝখানে আবার লোডশেডিং! তাই মোবাইল ফোনের ফ্ল্যাশ লাইট জ্বালিয়ে বাড়ির ভেতরের সবকিছু খুটিয়ে খুটিয়ে দেখছে সে। উদ্দেশ্য, দামী কিছু পেলেই তা চোরাই মার্কেটে বিক্রি করে ঢাকা থেকে দূরে কোথাও গিয়ে গা ঢাকা দেয়ার মত কিছু টাকার ব্যবস্থা করা। তার বন্ধু মিজান পুলিশকে শুধু তার খবরই দেয় নি, সে তার সব টাকা পয়সা নিয়েও পালিয়েছে। মাজহারের পকেটে এখন একটা টাকাও নেই।

বাড়িটা বিরাট বড়। কিন্তু বাড়ির ভেতরে কোথাও দামী তেমন কিছুই চোখে পড়ছে না। বসার ঘরে কিছুই না পেয়ে পাশের একটা ঘরে ঢুকলো মাজহার। এটা বাড়ির মালিকের ব্যক্তিগত লাইব্রেরী, বুঝতে পারল সে। বিশাল এই ঘরটির চার দেয়াল জুড়ে অন্তত হাজার দশেকের ওপরে বই আছে! কয়েকটা বইয়ের নাম পড়তে গিয়ে রীতিমত দাঁত ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হল মাজহারের! পড়ার

ঘরে কিছু পাওয়া যাবে না, এই ভেবে বেরিয়ে যাচ্ছিলো মাজহার, এমন সময় তার চোখ আটকে গেল টেবিলের ওপরে রাখা একটা জিনিসের ওপর।

আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ!

জিনিসটা দেখতে ওরকমই। দেখে মনে হচ্ছে অনেক পুরনো আমলের এ্যান্টিক। মাজহার মনে মনে ভাবলো, এ্যান্টিক পিস হলে এটা থেকে কয়েক হাজার টাকা তো পাবই! কিন্তু কাছে গিয়ে জিনিসটা হাতে নিতেই দমে গেলো মাজহার। জিনিসটার ওজনই বলে দেয় যে এটা সস্তা জিনিস। কয়েক মাসের ধূলো ময়লা জমে অন্ধকারের মধ্যে পুরনো আমলের এ্যান্টিক মনে হচ্ছিলো।

"যাক! লোহা লক্কড়ের দোকানে বিক্রি করে পঞ্চাশ টাকা পেলেও লাভ!" প্রদীপটা নেড়েচেড়ে দেখতে দেখতে আপনমনে বলল মাজহার, "অন্তত একবেলার খাবার তো খাওয়া যাবে!"

প্রদীপটার ওপরে জমে থাকা ধূলো জোরে জোরে ঘষে পরিষ্কার করতে লাগলো সে। প্রদীপটা ঘষতে ঘষতে তার মনে পড়ে গেল ছেলেবেলার কথা। ছেলেবেলায় আরব্য রজনীর পোকা ছিল সে। আরব্য রজনীতেই সে পড়েছিলো আলাদীনের গল্প, আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের গল্প। সেখানেও এভাবে ঘষে ঘষে প্রদীপ পরিষ্কার করতে গিয়েই প্রথমবার প্রদীপের দৈত্যকে বের করে এনেছিলো আলাদীনের মা। ছেলেবেলার কথা মনে করে একটা দীর্ঘঃশ্বাস ফেলল মাজহার।

হঠাৎ প্রদীপের ভেতরে ক্লিক করে একটা শব্দ হল। চমকে উঠে হাত থেকে প্রদীপটা ফেলে দিলো মাজহার। সে বিস্ফারিত চোখে দেখলো, প্রদীপটির ভেতর থেকে উজ্জ্বল নীলাভ আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত হচ্ছে! ধীরে ধীরে সেখানে ভেসে উঠলো একটি অতিকায় মূর্তি! মূর্তিটিকে দেখে আর দুই পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না মাজহার, জ্ঞান হারিয়ে ধপাস করে পড়ে গেল মেঝের ওপর।

"প্রভু, আমি আপনার আজ্ঞাবহ দাস প্রদীপের দৈত্য।" মূর্তিটি যান্ত্রিক গলায় বলতে আরম্ভ করল, "ডক্টর ত্রিভূবন রায় আমার কাছে তার নিউক্লিয়ার রিএ্যাক্টরের ডিজাইনটি দিয়েছেন আপনার কাছে পৌছে দেয়ার জন্য।"

অতিকায় দেখতে প্রদীপের দৈত্যটির পাশে ভেসে উঠলো নিউক্লিয়ার রিএ্যাক্টরের বিভিন্ন অংশের ডিজাইন। প্রদীপের দৈত্য বলতে লাগলো, "প্রভু, এই হলোগ্রাফিক ভিডিওটির দৈর্ঘ্য দশ মিনিট, যার এক মিনিট ইতোমধ্যেই পাড় হয়ে গেছে। অবশিষ্ট নয় মিনিটের মধ্যেই আপনাকে এই ডিজাইনটি তুলে ফেলতে হবে। এই ভিডিওটি শেষ হওয়ার ত্রিশ মিনিটের মধ্যেই প্রদীপটি বিস্ফোরিত হবে। আপনি ডিজাইনটি নিয়ে সরকারের কাছে হস্তান্তর করবার আগে যাতে এটা অন্য কারো হাতে না

পড়ে সেজন্যেই এই ব্যবস্থা। তাই আপনাকে অনুরোধ করছি, নিউক্লিয়ার রিএ্যাক্টরের ডিজাইনটি নিয়ে ত্রিশ মিনিট পাড় হবার পূর্বেই প্রদীপটি রেখে দ্রুত প্রস্থান করুন। বিদায় প্রভু।"

কথাগুলো বলেই অদৃশ্য হয়ে গেল প্রদীপের দৈত্যের হলোগ্রাফিক ছবিটি। আর মাজহার অচেতন অবস্থায় পড়েই রইলো মেঝের ওপর।